ব্রতী মুখোপাধ্যায়   কুম্‌কুম্ রায়   মহাদেব নস্কর   সঞ্জয় পাঠক

সংযুক্তা বসু   স্বপন হালদার   জয়দ্রথ রায়   অপু চট্টোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৫৮

প্রকাশক : নমিতা চৌধুরী ৪/৮ শহীদ নগর কোলকাতা-৩১

পরিবেশক : অনুষ্টুপ বুকমার্ক এন. বি. সি.

প্রচ্ছদ : গৌতম বসু

সূচীপত্র

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে নিবেদিত

ব্রতী মুখোপাধ্যায়

ভালোবাসতে এসেছিলাম

ভালোবাসতে এসেছিলাম সই—
কুসুমের বুকে কেন কেউ কেউ এমন পাথর !
শিশুর হাসি কি শাদা ?
কফিনের মুখ কবে ছিল নারীদের ?
একটিও তারা নেই
ধ্রুবতারাটির মতো সহনীয়, স্থির।

ভালোবাসতে এসেছিলাম সই—
বুকে যে কুসুম নেই,
পাথরে কি আগুন জ্বালাবো ?

আমি এই গাছ চিনি

আমি এই গাছ চিনি। এই গাছ মৃত্যুর দোরে
দম আটকে নিমেষ গুনছে, বহুকাল আগে মরে
বাসি কান্ত, ডালপালা, পাতাদের উৎসন্ন কঙ্কাল,
শিকড়ের জটে আমার ছেলের রক্ত, প্রিয়জনদের
লোনা জল

কিছু মুখ, অতি চেনা, এইসব কঙ্কালের টুকরো
দিয়ে স্বপ্ন ছ্যাখে মিনার গড়ার ; দুস্থ স্বপ্নে
ক্লান্ত মুখগুলো অতি চেনা, দুঃখের এলাহি স্রোতে
প্রকৃত দুঃখের সাথে সুখে বা'স করে। ঘুমের ভিতর
সমর্পিত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আত্মরতির বিষ
মানুষের চেয়ে প্রিয় কি ক'রে যে !

প্রকৃত দুঃখের সাথে আমাদের বনিবনা নেই,
দুজনেই মুখোমুখি প্রতিদিন, কখনো অবশ্যই
আমাদের হাত খালি থাকে না। ভারতবর্ষীয়
এই নিঝুম দুপুরে কাক ডাকে, অতি চেনা
মুখগুলো গাছটার কল্যাণে মুখোস নামিয়ে রাখে
হাইড্রেনে, নাহলে তেমনি থ্যাত স্পষ্ট নরকে।

নরকের রাস্তায় মেয়েটি

নরকের রাস্তায় মেয়েটি হাঁটতে থাকে।
কাঁচ আছে, কাঁটা তো আছেই,
মুছে গেছে আলতা সাধের। তবু,
জানে না কে আর
রাঙা কেন কুণ্ঠার পা!

কী তবে শেখালে ঋষি?
নেওটা হরিণ ছেলে, মাধবীলতাও
কোন্ কথা বলতে পারে নি!
জননী ফিরেছে কেন,
পিতারও থাকে নি কোনো দায়,
ঋষি তাকে বলতে পারে নি!'

আর আমার মেয়ে
জলছলছল চোখ
বেপরোয়া
স্বপ্নে উদার—
চিতার ভস্ম উড়ে আকাশের নীল কতো কালো!—
দু পায়ে মাড়িয়ে ভিড়
এ নরকে স্বর্গ তার না গড়লে নয়

অভিজ্ঞানের চেয়ে বড় ছল ছিল না রাজার,
উজ্জয়িনীর কবি
তাও
তাকে জানতে দিল না!

কষ্টের ভিতরে

কষ্টের ভিতরে বুঝি প্রদীপের শিখা জলে যায়,
বুঝি সারি দিয়ে পাখি উড়ে যায়,
বুঝি বয় নিরবধি নদী।
এই যে তিমির হাঁটে, ছড়ায় বিষের ধূলি
কদমে কদমে,
পেছনে নাছোড় অনুসরণের শ্রমে উজ্জ্বল বর্শার ফলা
দিন দিন আরো তীক্ষ্ণ, পরিণত, জেদী—

কষ্টের নিবিড় নির্মাণ।
যে মানুষ চলে যায়, মৃত্যুর সাথে রণে
কুশলতা অর্জন করে নি, তার মুখে
ঝরণায় ভাখা নিজ মুখ এমন হুবহু মেলে!

কষ্টের ভিতরে বুঝি পর্ণমোচনের ধ্বনি থাকে,
নিজেকে চাব্‌কে নিয়ে
বুঝি থাকে যে ভায় সমূহ কষ্ট
দুরন্ত চাবুক হাতে তার দিকে ছুটে যাবার
ধ্রুপদী শপথ।

চাইলে হৃদয়

চাও নি তো।
হ'লে ভালো, এ টুকুন উত্তাপে
আর যা যা চাওয়া ছিল
রয়ে গেছে ততটা দূরেই—
সে কবরে ফুলও দাও না।

যে ট্রেনে যাবার ছিল ফাঁকা চলে গেল,
যেতে দিলে।
ইস্টিশানে কাছে পেয়েছিলে
পেথমের মতো মুখ সুসময়া নারী,
তাকেও যে চাইলে না!

হৃদয়, চায় না কেন ইদানীং ?
কতটুকু চায় ?
চাইলে হৃদয়, দেয়া যায় সমস্ত হৃদয়।
চাইলে জীবন, জীবন ॥

মানুষ জ্বালিয়ে রাখে

মানুষ জ্বালিয়ে রাখে কল্যাণের দীপ।
দীপ কি এমনি জ্বলে ?
কল্যাণ এতো অনায়াস ?

মানুষ নিজেই জ্বলে, জ্বালায় সে নিজের প্রজাতি,
নিষ্ঠুরত'ম ঠাটে অনর্গল খুন ঝরে যায়,
মুহূর্তে মুহূর্তে রূঢ়, রূঢ়তাও একদা জরুরী।
নদীর মতোন তলানির নুড়ি বহে বুকের পাতালে,
পাহাড় কী ভয়ঙ্কর,
পাহাড়ের পায়ে প'ড়ে অশ্রুপাত করে,
আক্রোশে কামড়ায় পাথরের মন।

কবির দরদী বুকে শিল্পের নেশা ছুরি মারে,
ভীষণ, ভীষণ !
কবি কি পালিয়ে বাঁচে ?
কবি কি ইতর প্রাণী, কবি হতে পারে ?

কল্যাণের দীপ মানুষ জ্বালিয়ে রাখে
মানুষের কাছে তার দায় থাকে জ্বালিয়ে রাখার ।
মুক্তির মুদ্রায় খুলে যায় বুক,
বুকে ভালোবাসা থাকে
অমল আলোর পাখি, স্বপ্নের মতো,
স্বপ্নের চেয়ে বড় জীবনের সাধে ।
কবি তাকে বলে কি মানুষ রাস্তার
কিনারায় দাঁড়িয়ে
মায়াদর্পণ হাতে যার বেলা যায় ?
দীপ কি এমনি জ্বলে ?
কল্যাণের দীপ ?

দুই ডাইনীর কথা

দুই ডাইনীর আলাদা আলাদা উঠোন—
সেখানেই তাদের থু থু ফেলা
ও ঝাড়ু দেয়া,
সেখানেই পড়া আলাদা আলাদা মন্তর
যা তাদের না পড়লে নয়
অন্ধকার সরতে থাকলে,
এবং লুকোনো মুস্কিল যে দাঁতগুলো
তাই দিয়ে প্রহরে প্রহরে কচি ছানাদের
চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া ।

দুই ভাইনীর পারস্পরিক কাজিয়া ও খুন খারাবি সাবেকী।

এখন রঙীন টিভির ছিমছাম সংসারে
বেশ আছে তারা,
প্রহরে প্রহরে কচি ছানাদের চিবিয়ে চিবিয়ে খায়,
আলাদা আলাদা উঠোন—
শুধু, অন্ধকার সরতে থাকলে,
প্রথম জনের মন্তর দ্বিতীয় জন পড়ে ফেলে,
দ্বিতীয় জনের মন্তর প্রথম জন ॥

আমায় কিন্তু

স্নানের জন্যে গঙ্গা আছেন,
আমার নদী।
আমার হাতের ধুলো,
পায়ের কাদা,
গা-গতরের ঘাম,
ভালোই তো ধুয়ে নিতাম
গঙ্গাজলে।

এখন আমার নদীর মুখে কালি ও চুন,
এখন আমার নদীর বুকে অভিমান…
আমার হাতে রক্ত
পায়ে জখম
গা-গতরে পোকা
এখন আমার হৃদয় জুড়ে জঞ্জাল

গঙ্গা আছেন, থাকুন না!
আমায় কিন্তু নাইতে হবে আগুনেই।

আসলামের বৌ এবং একটি গল্প

গল্পে একটা বেড়াল ছিল,
গল্পে একটা শেয়াল ছিল,
এবং একটা বাঘ।

বেড়াল ঠিক এক লাফেই গাছে উঠলো,
হাজার এক কেদ্দানির ফাঁদে
জড়িয়ে পড়লো শেয়াল।
হায়, যদি আমি লাফ দেয়াটা জানতাম!
নিধিরাম প্রতিবারই এ পর্যন্ত
না পৌঁছে থামতো না।

গল্পটা মনে পড়তেই আসলামের বৌ
বাতি নিভিয়ে গাল পাড়লো,
আহাম্মক!

পেপারমিলে আসলামের নাইট ডিউটি,
যে কোনো দিন মিলের গেটে
তালা ঝুলবে।

গল্পের সুবুদ্ধি বেড়াল কতদিন
গাছের ডালে জ্যান্ত ছিল,
আসলামের বৌকে কেউ বলবে কি?

ছেলের জন্যে মা

থাকুক গে সুখ রূপকথার দেশে।
থাকুক গে সুখ রূপকথার দেশে—

ধড়াস ধড়াস শব্দে কাঁপে যে মুলুক
তোর সেই বুক
তার পছন্দ না।

ধূপ জ্বালিয়ে নত আমি,
হৃদয় খুলে দ্যাখাস দাহ,
বলিস, বাছা, সব দে !

সুখের জন্যে তোর তো বড়ো বয়ে গেছে,
তুই ছেলের জন্যে মা।

কুম্‌কুম্‌ রায়

কতদূর ওড়ানো যাবে ঘুড়ি

সুতো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ঘুড়ি
কতদূর যাবে ওড়ানো ?
কখনো কি পড়ে চিল
উড়ে তার গায়ে ?
কখনো কি শকুন
অন্ধকারে টের পায়
সুতোর বাঁধন ?
সুতো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ঘুড়ি
কতদূর যাবে ওড়ানো ?

রং টেনে টেনে
জীবন কি
ধরা যায় ক্যানভাসে ?
চড়া আলোয় খস্‌খসে বেনারসী
রজনীগন্ধার মালা, বিসমিল্লার সানাই-
উৎসবের রং
কোথাও কি দাগ ফেলে ?
—হৃদয়ে ? জীবনে ?
কখনো বিনা টিকিটের
দর্শক হয়েও
ঢুকে পড়া যায়
প্রেক্ষাগৃহে, কিছু কৃত্রিম মুহূর্তে
দেখে ফেলা যায়
হাসি আলো উচ্ছলতার
নামী দামী বিজ্ঞাপন।

কিন্তু সুতো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে
ঘুড়ি কতদূর যাবে ওড়ানো ?

আকাশের নীল কখনো কি
নেমে আসে জীবনে ?
ধার করা উৎসবের রং
কখনো কি ছাপ ফেলে
হৃদয়ে ?
কড়া মাঞ্জায়ও সুতো
কেটে যায়। টেলিগ্রাফের তারে
ঝোলে ঘুড়ি। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েই
বিনা টিকিটের বেআইনী প্রবেশ।

যুদ্ধ নিজের সাথে

কাকে কি বলি বলো
নিজের সাথেই যুদ্ধ অবিরত।

জ্বালাতে গিয়ে আগুন কখন
ফুলবাগানে হঠাৎ দিশেহারা !
তুলতে তুলতে ফুল পাথর ;
হাতে আমার ঝড় উঠেছে
পাথর তুলতে উপড়ে ফেলি চারা !

ঝড়ের মুখে শক্ত হাতে
হাত ধরবার সুতো
ধরিয়ে দিতে—
সাপের খেলায় পাইনে সীমারেখা !
মাছের মত নদীর জলে খেলতে খেলতে
মরুভূমি খাঁ খাঁ !

শত্রু কোথায় ভুলে গিয়ে
ভাইয়ের সাথে এখন কেবল অবিশ্বাসে হাঁটা
লুকিয়ে নখ আপন জনের ডাকে
চলতে গিয়ে অন্ধকারে
যন্ত্রণাতে কাঁটা

কোথায় তোমার ইচ্ছেপূরণ নদী

হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে
ছুঁড়ে দিয়েছি আকাশে।
ভালবাসার নখ বিদ্ধ পাপড়ি কি
হাওয়ায় ভাসে!

পায়ের তলে হৃদয় নিয়ে
বৃথাই খুঁজি মানুষ আমি,
কোথায় তোমার ইচ্ছেপূরণ নদী ?
খুঁজে খুঁজে বালুর চর,
রোদ্দুরেতে ছায়া—
স্রোতরেখার দেখা তো মেলে না,
জীবন প্রদীপ ভাসাই তবে কোথায় ?
দুঃখ সুখের আগুন নিয়ে হাতে
এতটা পথ হাঁটাই তবে বৃথা!

কোথায় তোমার ইচ্ছেপূরণ নদী
—রোদ্দুরেতে ছায়া!
শুধু আমার ছায়া!

বয়ে যাক নদী

যত ইচ্ছে এঁকে বেঁকে বয়ে যাক নদী,
জানি একদিন পড়বেই সাগরের বুকে।
অপেক্ষার বাহুপাশ ধরা দেবে নীলাকাশ
নির্মেঘ শান্ত গভীর।
সোনালী রোদ্দুরে ভেঙ্গে যাবে কুয়াশা,
উজ্জ্বল পর্বত শৃঙ্গ।
যত ইচ্ছে এঁকে বেঁকে বয়ে যাক নদী
জানি একদিন মিলবেই সাগরের সাথে।

আলোকিত জাগবেই বেহুলার প্রেম
সাপেদের খেলা ভেঙ্গে!
শ্রমের শিখার উড়াবই পতাকা
জীবনের জয় গেয়ে।
যত ইচ্ছে এঁকে-বেঁকে বায় যাক নদী
জানি একদিন মিলবেই সাগরের সাথে।

হাতে প্রদীপ

কান্না মাখা গানের কলি
ছেঁড়া ফুলের পাপড়ি যেন
পথ চলতে ঝোড়ো হাওয়া
ফেললো এনে পায়ে যখন।
হঠাৎ বুঝি থমকে গেলে!
বাধা পড়তে বিরক্তি কি?
শেষ হলো কি ভ্রমণ তোমার
জীবন ঘিরে পরিক্রমা?

হাতে প্রদীপ—আকাশ প্রদীপ
দূরের আঁধার ঘুচায় তবু
পায়ের তলায় অন্ধকারই।
যেতে গিয়ে বিশ্বভূমি
মাড়িয়ে ফেলো উঠোন তুমি
ঘর আঙিনার দুঃখী ফুল।
হাতে প্রদীপ—জীবন প্রদীপ
তবু তোমার একি ভুল

বয়ে যায় কালজানি নদী

বয়ে যায় কালজানি নদী,
ওপারে টিলায় ঝকঝকে
রোদ্দুরে তুমি।
পিছনে সবুজ বন
চালচিত্র ঘন।
মুখ, কথা বলা চোখ
হাতনাড়া তোমার
পর্দায় ফুটে ওঠা
সবাক ছবির মত কাছে।

নদী বুঝি সরে যায় দূরে!

ভেসে আসে মেঘ
শীতের কুয়াশা
ঢেকে যায় সমস্ত ছবি।
চীৎকার করে ডেকে উঠি
তোমাকে। হয়তো তুমিও!
কিন্তু সব শব্দ ভেসে যায়
এলোমেলো হাওয়ায়!

শীতের হিমেল ঝড়ে
উড়ে যায় গায়ের চাদর !

উৎকণ্ঠিত সময় বয়ে যায় শুধু,
বয়ে যায় কালজানি নদী ।

কন্যা যখন সমুদ্রে

সাধ ছিল যে যাবার শুধু
কন্যা তোমার সমুদ্রে !
সমুদ্র কি দুখের সাগর
স্বজন বিহীন প্রবাসে ?

দুঃখে পাথর জলকন্যা
একা বিশাল সাগরে,
মাথার পরে উড়ে বেড়ায়
গাঙ্ চিলেরা আকাশে ।

তীর ভেবে কেউ পা রেখে যায়
বুকের পাথর সোপানে,
সাধ ছিল যে যাবার শুধু
কন্যা তোমার সমুদ্রে ।
জেলেরা সব প্রনাম করে
জলদেবীরে দূরে থেকে
দুঃখে পাথর জলকন্যা
একা বিশাল সাগরে !

মহাদেব নস্কর

প্রিয় পাখী

কোথায় কোন্ দূরদেশে উড়ে যাও পাখী,
রোজ, দুবেলা ;
পাহাড়, নদী আর বনানীর দেশে ;
যেখানে অসংখ্য দানের ফল পড়ে থাকে !

এখানে অশেষ দুঃখে কাটে মানুষের দিন ।
এখানে অনেক জামা আর প্যান্ট নেই ;
ঘর নেই, ঘর সাজাবার সামগ্রী নেই ;
অনেক খাবার নেই ।

এখানে আঙুর ফলের মতো টইটম্বুর কোন প্রেম নেই ;
শুধুই অশুদ্ধ দাঁতের করাত চালানো ।
সাতটি রং এখানে অচল পয়সার মতো
টুংটাং বেদনার সুরে খালি বাজে ।

আমি তো কেবলি ভাবি—
কেমনে সময় যাবে কেটে, আরো বহুশত বছর !
তোমার তো পঁচিশ হাজার কোটি ঋণ নেই ;
তুমি তো সন্ন্যাসী নও ;
তুমি তো পাসপোর্ট অথবা ভিসা নাওনি ;
তুমি কি বিরাট বিশাল আর ঐতিহ্যময়
কোনো সংবিধান মানো না ?
তবে তো তুমি দেশদ্রোহী

কি জানি, জানি না ;
তবুও তোমাকেই বারবার
আমার এ পোড়া মন কেন ভালবাসে !

ঝড় চাই

ভীরু ভীরু শব্দে একি পথ চলা ;
একি অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের মতো সময় !
ধ্বংস করো, ভস্ম করো !
না হলে
পিয়াসী নয়ন মণি স্পর্শ করুক
ছুরির তীক্ষ্ণ ধার ; আমাকে অন্ধ করো

এ কোন্ বিস্মরণ, প্রতিশ্রুতিহীন !
এ কোন্ নিষ্ফল করুণ আকৃতি—
জীবন অনন্তে আজ যদি
ইচ্ছাগুলো জমতে জমতে
কঠিন পাথর !

স্তব্ধ করো, বন্ধ করো—
অপ্রকৃতিস্থ আত্মঘাতী পরিহাস ।

ফুল ফোটা ধীর নম্র নরম স্পন্দন নয় ;
ঝড়ের আভাস নয়,
ঝড় চাই, তোলপাড় ঝড় ।

একই স্বপ্নে দুটি প্রাণ

লিখে নাও আমার নাম ।

নেই কোনো ভুল আমার, কোনো অপরাধ ।
ভালবেসে অবাধ, অগাধ
যতনে রেখেছি আমি
সাগর সঙ্গম, মোহনার দুরন্ত দুর্বার
জলরাশি, অনিমেষ—
আমার এ অমল হৃদয়ে ।

লিখে নাও আমার নাম ।

নেই কোনো ভুল আমার, কোনো অপরাধ ।
ভালবেসে অবাধ, অগাধ
যতনে রেখেছি আমি
স্নেহমাখা অপরূপ অনন্য তুহিন ঐ
নীল নয়ন মণি—
আমার এ অমল হৃদয়ে ।

কি হবে বিষ রেখে পিপাসায় ?
কি করে ভাগ করো, শাস্তি দাও,
বেঁধে রাখো তুজনায় ;
কি হবে জমা করে রাশি রাশি ভস্ম !

যেখানে স্বপ্ন এক, একই লাল পথ !

মুক্ত হবো

সারা জীবন পাথরে রেখেছি মুখ
ছিল না কিরণ, ছিল না প্রভা ;
ছিল না প্রজ্ঞা, অন্বেষা মন ;
সুরভি ছিল না ।

আঁখি জলে ভরে দাও
আমার এ করপুট ;
দর্পণে দেখে নেবো মুখ ;
শুদ্ধ হবো, আনন্দ উচ্ছল,
সুন্দর হবো, হবো মুক্ত ।

মিনি

পৃথিবীতে কোথাও তৈরী হয়না
তারজন্য পোষাক ;
শীত কাটে…

পৃথিবীতে
তবু পোড়া কাঠ ভাল ;
—ভাত না দিক
সাঁ্যাকে তো শরীর !

চায়ের ফুল কানে গুঁজে
পাঁচ বছরের ছোট্টো মেয়ে
ভয়ঙ্কর ডুয়ার্সের
বনবিবি।

প্রিয়তমা আমার

সেই আবহমান কালের
অনন্ত জিজ্ঞাসা বুকে
পৃথিবী ঠেলতে ঠেলতে
সন্ধ্যা তারার মতো
শরীরে ঘাম ফোটে
বিন্দুবিন্দু।

প্রিয়তমা আমার
সঙ্গে থেকো,
পিপাসার জল দিও
মুছে দিও কপালের ঘাম ; আর
কিছু গান গেও।

তোমার গানে গানে, হৃদয়ে
বেজে উঠবে
ত্যাগ আর তিতিক্ষার
অমল স্বরধ্বনি ;
অবিশ্বাস্য জেদ—
তখন আর ভয় করবে না।

তারপর ধীরে ধীরে সরে যাবে
সমস্ত ম্রিয়মাণ মুখ
নিষ্প্রদীপ ঘর ; আর
আমাদের ছেলে মেয়েরা
খেলা করবে
বাতাসে, নদীতে ;
অবাক ভালবেসে জড়িয়ে ধরবে
পরস্পরকে।

আর আমরা তাকিয়ে দেখবো—
মনে পড়বে
ফেলে আসা রক্ত ঝরা…
আবেগে জল আসবে
দুচোখে !

তোমরা কি তা জানো ?

(বাবুর প্রতি চা শ্রমিক রমনীর কথা)

চায়ের ফুল খাই,
ফুটকল শাক খাই
ও…ও…ও বাবু,
ওবাক হোলে চলবে কেনেক ?
শুনো শুনো,
আউর ক্যথা আছে।

হাড়ি খাই, দারু খাই
পোকায় ধরা চাউর খাই।
ওমন কোরে চেয়ে থাকলে
হোবে কি ?
শুনো বাবু,
আউর ক্যথা আছে।

জংলী মানুষ,
আবোল-তাবোল ক্যথা কই—
জঙ্গল পাথে শুইতে হয়;
ঘর জরা নাই
গো !

চা বাগানের কথা

পাহাড় ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে
এই যে চায়ের সবুজ খেত,
বাইরে থেকে দেখলে যেন
ময়ূরপঙ্খী সোনার দেশ।

জীবন জুড়ে মরণ খেলা
দুঃখ যেন বহতা নদী,
মনের জ্বালা, ভুলতে ব্যথা
হাড়িয়া খেয়ে মাতাল বেশ।

সঞ্জয় পাঠক

ফেরা

পরিচিত মানুষ ও ভিটে মাটি ছেড়ে
কতদূর নিঃশব্দ কুয়াশায় একাকী হেঁটে যাওয়া যায়।
কতবার ছিন্নমূল হওয়া যায় বলো জীবনে!
কোথায় যাব জানি না। কেমন সে দেশ! কতদূর।
পড়শী কেমন! নিশুতি রাতে আতঙ্কে পাখী ডাকবো নাতো!

বাড়ীতে ঢোকাঘুবো। এ বাড়ীটা ভাল নয়—যায়গাটাও খারাপ
বাসরাস্তা বহুদূর। তোরঙ্গে সংসার তুলে
চলে যেতে হবে নিরাপদ নীড়ের ইঙ্গিতে
সেখানে নাকি সব কিছু পাঁচ হাতের মধ্যে। বাজার,
বাসরাস্তা, স্কুল, হাসপাতাল এমন কি জেলখানা

এই আমার ঘর। বুক সেল্‌ফ, দেয়াল কেটে বইয়ের তাক
ধুসর একটা ছবি পেরেকে ঝোলানো—দিনের শেষে
বাঁকা নদী। পারে পত্রহীন বৃক্ষ।
এ ঘরে কতরাত নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় কেটে গেছে
চুনঘসা দেয়ালে আমার পিঠের দাগ। বাতাসে
ঘামের গন্ধ, মায়ের বিষন্ন মুখ, বালিশে চোখের জল
বই দরকারী কাগজপত্রে হাতের ছাপ দিনের আলোর মত স্পষ্ট
সারাদিন এবং রাত্রি এই ঘর আর আমার মা
দাঁড়িয়ে থাকে একা

জানলার পাশে পুকুর, বাঁশ বাগান, কলমীর ঝোপ
একটা বুড়ো মাছরাঙা পুরো দুপুর
সজনের ডালে অপেক্ষমান। আমার মায়ের মতো
একবুক দুঃখনিয়ে উৎকণ্ঠায় উন্মুখ

এ বাড়ীতে আমাদের জন্ম। দাদুর হাতে লাগানো নারকেল গাছ
তিনপুরুষ ধরে কালসাক্ষি। উঠোনে দিদিদের বিয়ে,
পূর্ব পুরুষের সপিণ্ডকরণ। নবজাতক পৌত্রের আগমনে
উলুধ্বনি শাঁখের শব্দে
পড়শীরা দেখেছিল আর এক আলোকিত মুখ
আমার মায়ের

নিজভূমে পরবাসী আমি। মাটিকে ভালবাসার অপরাধে
চিঠি আসছে। মানুষ আসছে—কতদিনের বাড়ী ?
পার্টিশনের পরে এসেছেন। ঘর ভারী সুন্দর
ভিত কতদূর ! ওপাশে কারা থাকে ! পড়শী কেমন !

জামাইবাবুর বদলীর চাকরী
মাঝে মাঝে দিদির চিঠি আসে—
বাবু, এবার কাশ্মির যাচ্ছি। তিন বছর থাকব
তুই তো নিসর্গ ভালবাসিস। ঘুরে যা ক'দিন
আর আমি একই মায়ের সন্তান
নতুন বাড়ীতে যেতে হবে বলে
দারুণ সঙ্কায় দেখি বাহুতে জড়ানো কেউটের মুখ

এখানে আকাশ ছিল নীল, জনপ্রিয় পাখীর মিঠে বাস।
ছিল ছিটে বেড়ার আটচালা, চালার ছিদ্রপথে
বর্ষার আকাশ। মাটির দাবার উপর
রৌদ্রের আলোকিত শরীর
উঠোনে তুলসি মঞ্চ, জবার বিরাট ঝাড়
কুয়াশা মাখা ঘাস, সুপারির কাণ্ডে কাঠ ঠোকরার শব্দ
দারুণ দগ্ধের দিনে বর্ষায় ভেজা মাটির সুবাস

দিনের শরীর নিভে গেলে
ঝিঁঝিঁর শব্দে নামত সন্ধ্যা
গলির মুখে পরিচিত কাশির আওয়াজ—
বাবা আসছে। ক্লান্ত অথচ প্রাণময়
রান্নার পাঁচমেশালি শব্দের মধ্যে চলে যেত সে বার্তা
আঁচলে হাত মুছতে মুছতে দরজার কপাটে
আলোকিত মাতৃ অবয়ব। উঠোনে আকাশ
করঞ্জার ঝোপে জোনাকের ঝিকমিক। চাঁদের হাটে
আঁশফলের ডালে দৃশ্যমান লক্ষ্মী পেঁচার মুখ

চায়ের পেয়ালা হাতে বাবা বোঝাতেন—
ইব্রাহিম বাবরের সাথে যুদ্ধ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র শোক
জ্যামিতির জটিল অঙ্কন

রাত বেড়ে যেতে কাঁসার থালার উপর আন্তরিক ভাতের গরম
বাবা মা ভাইবোন। ছটি শরীরের পাশে একটি বিড়াল
মিঁউ মিঁউ শব্দে খিদের আভাস
মাঝে মাঝে কম্পমান কথার টুকরো—
পালুর মার ছেলেটার অসুখ। মঞ্জুর চিঠি এসেছে
জ্যাঠামনি ভাল নেই। চালের দাম বেড়ে গেল
কি যে হবে!

একরাশ অন্ধকার নেমে এলে
বাতাসের কামড়ে কেঁপে যেত সদরের পাল্লা
দারুণ আতঙ্কে শুনতাম মায়ের হৃৎপিণ্ডের শব্দ
গল্প বলা শেষ হলে বাবা হারিয়ে যেতেন ঘুমের অতলে
সমস্ত ঘরের ভিতর দু একটা টিকটিকি শুধু
অকস্মাৎ ভেঙ্গে দিত নৈঃশব্দ প্রাচীর

সেই আটচালা, তুলসি মঞ্চ
কুয়াশা মাখা ঘাস, পালুদের বাসা, চাঁদের হাট
ভিনদেশী হাওয়ার দাপটে
অকস্মাৎ শুনলাম প্রবল ঝড়ে বৃক্ষ উৎপাটনের তুমুল শব্দ
সন্ধ্যা নামার পর গাঢ়তর অন্ধকারে
কাছের মানুষকে যেমন বলতে হয়—
কে তুমি ? কোথায় নিবাস !

তেমনি অন্ধকারে সেঘর, পুরনো দৃশ্যের কলজে ছিঁড়ে নিয়ে
উঠে এল নতুন বাড়ী । চিকন কুয়াশায় ঢেকে গেল পড়শীর মুখ
দু-হাটুর অন্তরঙ্গতায় মাথা রেখে
আমরা ঠায় নিঃসঙ্গ বসে থাকলাম

নতুন বাড়ী । সাজানো ছিমছাম
জানলায় নতুন পর্দা । প্রিয়জনের মুখে পর্দা
সে মুখ ছুঁতে গিয়ে তীব্র ঠাণ্ডায় ভিজে গেল হাত
রং ওঠা পর্দার মত আমি শুধু বেমানান বেখাপ্পা
একরাশ বদহাওয়ায় সুদৃশ্য জানালার ফ্রেমে
দুঃস্বপ্নের মতো ঝুলে থাকলাম
ছন্দপতনের শব্দে সারারাত ঘুমোতে পারিনা
আহারের পাত্র হাতে ধরে
আমি কেন অতিথির মতো স্বাভাবিক হ'তে পারিনা
দারুণ জ্বরের ভিতর মুখ তুলে বলতে পারিনা
মাথার বাঁদিকে কী ভীষণ যন্ত্রণার ছাপ

পালুদের বাড়ী খা খা করছে
বেড়ে ওঠা কুমড়োর লতায় ছাগলের মুখ
তাড়াবার মানুষ তাড়া খেয়ে চলে গেছে অরণ্য প্রান্তরে
প্রিয় বন্ধু বাবলা হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে গেল
—তোরা পাল্টে যাচ্ছিস

আমার কপালে মায়ের গরম নিঃশ্বাস
তেমন আধার কোথায় মাগো
এ শোক রেখে দেব তুলে !
নতুন বৃক্ষের ডালে এ কোন পাখী
যাকে আমি কখনো দেখিনি !
এ কোন মানুষের বাসা

নি-পাখী আকাশের নীচে ভাইবোন পরিজন একা হয়ে যায়
একা শুধু একা !
এ কোন পিতার মুখ
নদী চুরি হ'বে বলে, দূরে বহুদূরে চলে যেতে চায় সন্তান
জীবনের অন্ধকারে এ আমার স্বদেশ
কোথায় নিয়ে যাবো মা !
থিতু হ'য়ে বসবে এক চিলতে জমি নেই

আমার চেতনার ছিদ্র পথে
মামলায় নিঃস্ব হ'য়ে
উঠোনে আছড়ে পরা পড়শীর কান্নার কামড়
মাঝরাতে তরল নিদ্রার ভিতর
পশুর করুণ আর্তনাদে টুকরো টুকরো ভেঙ্গে যাওয়া রাত
পরপর তেরদিন না খেয়ে
মরে গেল পালুদের কুকুর
আমার মর্মে ঘোরে
যুদ্ধের আগুনে ওপার থেকে ছিট্‌কে আসা
রেণুদির ভয়ার্ত স্বর—
খেদানো মাইনষের সাথে পোলাপান আমি
হেইজন দলছুট, কোথায় কে জানে !
দিদিগো, দুঃখীদের কেউ আর নাই
মানুষের বিদায়ে বিষণ্ণ দাগ
আমার সর্বাঙ্গে চাবুক কষিয়েছে নির্মম

আকাশে ঝড়ের আভাস
হাওয়ার দাপটে ফের বিশ্বাসের দোর ভেঙ্গে যেতে পারে
এমনি ভয়ে সারা মুখে মার
আতঙ্কের নীল নীল দাগ
আর আমি রাজি নই
বারবার দেখে যেতে
ভিজে চোখে খুলে দেওয়া আঁচলের গিট
না মা জীবনের দরজা ছেড়ে যাবনা কোথাও
এইখানে হাঁটুগেড়ে
আমিও দেখে নেব শেষ। স্মরণে স্পষ্ট আমার
এদেশে কখন কোথায় ভূমিষ্ঠ হয়েছি
সকালে মানুষের ঝাঁক দেখা গেলে
আমিতো তাদেরই মাঝে
খুলে দেব বুকের বেবাক গোপন
বলব, ফিরে এলাম। এই যে মা আমার
চেনো এঁকে! দুঃখের আভায় কেমন
কালো চুল হয়েছে সফেদ
আমাদের দেখে, কোন এক মাসিমা তখন
হিরহির করে টেনে নেবে ঘরের ভিতর
বলবে, ওরে, কে এসেছে দেখ! লক্ষ্মীর প্রতিমা
আবার বাড়িয়েছে পা!
বসো দিদি। পান সাজি! এই বুঝি কনিষ্ঠটি!

আমি তখন দুহাতে রাখব ঢেকে লজ্জার মুখ

চাঁদের রাতে হাঁটতে সাধ

সচল তুমিই করতে পারো দুঃখের এই ভিটেখানা
চাঁদের রাতে হাঁটতে সাধ একটিবার চলো
হাতটি ধরে পার করবে অনেক খন্দখানা
বুক ভর্তি কালো মেঘ, বাঁচবো কিসে বল !

নইলে আমার দুঃখগুলি দুঃখ থেকেই যাবে
একটি একটি হারিয়ে যাবে সমস্তটি বোধ
বুকের ভিতর খুঁজলে পরে খুঁজেই তুমি পাবে
কষ্ট পাবে দেখলে পরে কাঠফাটা ঐ রোদ

চাঁদের রাতে হাঁটতে সাধ একটিবার চলো
বুকভর্তি কালো মেঘ বাঁচবো কিসে বল !

কেমন আছ !

কেমন আছ দুর্গা, অপু !
ভালতো ! চোখে অনন্ত সুদূর
বুনোরোদে কাশবনে ছোটাছুটি, টেলিগ্রাফের তার
দূরে রেল গাড়ীর বুক কাঁপানো নিঃশ্বাস
আর তোমাদের সবল চোখের হাতছানি
যেন বনমাখা চাঁদ

এই মৃত্তিকায়
সমস্ত গাছ কেটে সাফ্
আকাশে উড়ে উড়ে
পাখীদের ডানা বড় ক্লান্ত
নিরিবিলি বসার মতো এক চিলতে ছায়া
তাও নেই

যুগলকিশোর, লবটুলিয়ার অরণ্যে অরণ্যে
আপনি কি এখনো বীজ পোঁতেন
যত্ন করেন, বেড়ে ওঠা চারা গাছ।

মেহেন্দি গাছের বেড়া ঘেরা এ এক জীবন
অদূরে গাছ আছে পাখী আছে ফুল আছে
বৃষ্টির স্বর আছে
নেই শুধু চোখ নেই অবাক চোখে মাটিকে দেখার
মানুষ কে ছুঁতে গিয়ে ভুলে যাই আমি যে মানুষ
নতুন বিস্ময় এখন
আমাদের অন্তর্গত রক্তে
বড় কম খেলা করে

নাকি, ঠাকুমার মতো

আমার মাকে কখনো এত উজ্জ্বল দেখিনি
দেখিনি এত প্রাণময় নদীর আবেগে
সূর্যের সব আলো শুষে নেওয়া মুখ
আমার মায়ের। আর সব মুখ তখন
উৎকণ্ঠায় বিহ্বল

হাসপাতালের চাতাল, একরাশ ওষুধের গন্ধে
আমরা অপেক্ষমান
সিঁড়ির একপাশে দাদা, সারা মুখে শীতের কুয়াশা
দেয়ালে পিঠরেখে কাকু পাথর। গুঁড়িগুড়ি
মুক্তোর ঘামে ফ্যাকাশে কপাল
এইসব মুখ দেখে
হতবাক সময় স্থবির হ'য়ে গেল

"কি চাও তোমরা ?'   নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান্ খান্
সারা মুখে রাজ্য জয়ের ছাপ
সিঁড়ি টপ্‌কে টপ্‌কে নেমে আসছে মা
সূর্যের সব আলো শুষে নেওয়া মুখ, চোখে
মেঘহীন অনন্ত আকাশ।   যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে
সোজা হেঁটে গেল সমুদ্রের পারে
এক আশ্চর্য কবিতার জলে ধুয়ে গেল অন্য সব মুখ
কাকু হেসে ফেলল।   আরক্ত অনুভব নিয়ে দাদা কাঁপছে

বাড়ী ফিরে শাঁখের আওয়াজ
উলুধ্বনি, এয়োতিদের শাঁখায়
আর কপালে সিঁদুর বিনিময়
মেয়েলী তামাশায় ভরে গেল উঠোন
বাতাসের কানে কানে
এ পাড়ার মানুষ জানল
এ বাড়ীতে 'ছেলে' হয়েছে

কিন্তু মা, যদি 'মেয়ে' হত!
তুমি কী সবার আকাশ হ'তে
হতে কী এত আলোকময়
এত উন্মাদনায় ভরিয়ে দিতে
এই বাড়ীটার আবহাওয়া !!
নাকি মনে মনে ঠাকুমার মতো
বলে উঠতে—
সারা বছর খাইয়া
গাই বিয়াইল দামড়া বাছুর
বউ বিয়াইল মাইয়া।

পিতা আপনাকে

আপনি যা ভাবতেন
তাই হওয়াছিল এ বাড়ীর নিয়ম
নিয়মের ফাঁকে ছোট ছোট অনুযোগ
যেন ফর্সা মুড়ি, তাতে দুধ ঢেলে
প্রাতরাশ সারতেন আপনি
'রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা'—এই আমার মা:
জানলার গরাদে শাঁখা পরা হাত রেখে বিষণ্ণ
তাঁর কোমল মুখে কতটা অন্ধকার জমলো
কখনো চোখ মেলে দেখেছেন পিতা !

সমস্ত সুযোগ উজার ক'রে আপনি শেখালেন
কী ক'রে মানুষ হ'তে হয়
অর্থাৎ কিনা অর্থ—অর্থোপার্জনের সোজা রাস্তা
সেই সাথে ঠিক ক'রে দিলেন
আমাদের শ্রেণী অবস্থান
অথচ কাঠুরিয়া পাড়ার পালু আর আমি
দুজনেই মানুষ—এটাই সঠিক পরিচয়
কখনো শেখাননি কিন্তু

কিন্তু বইতে পড়েছি ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন
ভগৎসিং আরো কত বিপ্লবীর কথা
আপনিও তাঁদের সময়ের
এরকম কী কথা ছিল
হে আমার জন্মদাতা শ্রদ্ধেয় পুরুষ !

গুঁটিপোকার আড়ালে
বৈষয়িক তন্তুতে যৌবন বাঁধা রেখে
বেছে নিলেন অন্য এক দ্বীপ, জীবন নির্বিকার

মাঝখানে জলে গেল আপোষহীন বারুদ
আপনিই তো আমার পথ নির্দেশক
এই কী চেয়েছিলাম !

আমার কৈশোরের হাঁটুজল নদী
যখন গত দশকে রক্তে ভেসে গেল
দুহাতে ঢেকে রেখেছিলেন
আমার চোখ
সম্ভবত আপনারও
অথচ হে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা
শুনলে আশ্চর্য হবেন না
সে রক্ত আমাদের খাদ্যে পানিয়ে মিশে মিশে
এখন ধমনীতে প্রবাহিত

আমার চারিদিকে এখন রক্ত মাখা অরণ্য
বাতাসে বাতাসে ফেরারী গুঞ্জন
'খেতে দাও' 'খেতে দাও'
প্রতিধ্বনিতে কানের পর্দা ছিঁড়ে যায়
কী করে ফিরে যাই বলুন
আপনার বাঁধানো দীঘিতে
যেখানে শুধু রাজহাঁসের সাবলীল বিচরণ !

আপনার রক্তের ওইসব কীট
আমাদের শরীরে যে খেলা করে এখন
আমি এখন প্রতিদিন
একটা একটা ক'রে কীট
গোড়া থেকে উপ্‌রে ফেলছি
যেন আমার প্রজন্ম
স্বার্থ গেরস্থালীর সমস্ত চাতুরী ধ'রে ফেলে
দক্ষিণের নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়
অচল আধুলী

সংযুক্তা বসু

একটু উষ্ণতা দাও, প্রিয়তমা

ওরা বলেছে এতদিন যা হয়েছে সব ভুল
আমি চোখের কোণে কাজলের রেখা টানলাম
ওরা বলল ভুল হয়েছে
কিন্তু আমি কাজললতা ভাঙতে পারিনি।
কারণ তার ভিতরে ছিল
বিষাদের গাঢ় অন্ধকার, যা কখনই ভাঙা যায় না…

আমি বসন্তের সকালে, খানা খন্দ
নালা নর্দমা ঘর উঠোন বস্তি পেরিয়ে
তুলে এনেছিলাম বুনো জবা
ওরা বল্ল—ও শুধু বাইরের লাল রং
ওর পৃথিবীকে রক্তিম করার ক্ষমতা নেই।
সূর্যের আরাধনা তাই বলে আমি করতে পারিনি।
প্রখর উত্তাপে যে জ্বালা থাকে তাকে নদী করা যায় না।

অথচ যা হয়েছে, জানি ভালোই হয়েছে,
সবার সব কিছু মানায় না
মূর্তি গড়া কিম্বা ভাঙা কোনওটারই পক্ষপাতি আমি নই।
বিশ্বাস নেই কোনও বড় যাগযজ্ঞে
বিশ্বস্ত নই কোনও বড় প্রেমে
তাতে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে

ওরা বুঝল না কাজলের মধ্যে দুঃখ ছিল
যেমন, তেমনি বুনো জবায় ছিল
রক্তক্ষরণের জ্বালা
যদি জানত তাহলে……

আজকে তোমার

কালকে তোমার এলোচুলে গন্ধছিল লেবু পাতার
আজকে তোমার শাড়ীর ভাঁজে সেফ্‌টিপিনের জং ধরা দাগ
কালকে তোমার চোখের পাতায় সাদা মেঘের ঝিলিমিলি
আজকে তোমার চোখের নীচে উঠছে জমে গাঢ় কালি
কালকে তোমার মধ্যরাতে ডাক দিয়েছে ট্রেনের বাঁশী,
আজকে তোমার ঘরের দোরে স্বপ্ন তোমার নিচ্ছে ফাঁসি,
আজকে তোমায় যেতে হবে—
আজকে থেকে নামতে হবে
আজকে তোমার ছাড়তে হবে
আজকে তোমায় ভুলতে হবে
আসছে তোমার সুখের সময়
দুহাত ভরা অনন্ত সুখ
বারান্দাতে গাছের টবে
বসার ঘরে মাছের জারে,
সাজবে তোমার
দামী সুখের
সস্তা খোঁপা,
খোপদুরস্ত শাড়ীর ভিতর,
উগ্র সুবাস
চোখের তারার কাজল লতার
ব্যঙ্গ হাসি।
আয়না তোমার মুখের ছায়ায়
যাচ্ছে ডুবে অন্ধকারে ॥

আগুন

একজন লোক তার ঘড়ির কাঁটাগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেছিল।
সময় এগোনো বা না এগোনো তার কাছে সমান ছিল।
একজন লোক বলেছিল,
তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে যাওয়া আধুলী নাকি
আমারই পায়ের তলায় লুটোপুটি খাচ্ছে।
একটি মেয়ে ক্রমাগত বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থেকে
ভীড় বাসে না উঠতে পেরে বাড়ী ফিরে গেল,
আমাদের পাশের বাড়ীর এক মা—
ছেলের নষ্ট হয়ে যাওয়া দেখতে না পেরে
আত্মহত্যা করল।
আমি জানি এতগুলো ঘটনা একদিনে……
কেউ বিশ্বাস করবে না।
তবুও জানেন—কি হোলো !
আলো অন্ধকারময় পথ থেকে ছুটে আসা একটা দমকল
ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে গেল আগুন নেভাতে·
ক' এককোটী খিদে, কয়েক লক্ষ ভালোবাসা
আর শতশত হতাশার আগুন জ্বলছিল
এ মাথা—ও মাথা।
একজন ব্যর্থ কবি সেদিকে তাকিয়ে
কবিতা লিখতে পারল না বলে
তার আধপোড়া সিগারেট ফেলে দিল—
খসড়ার স্তূপে—
সেখানেও আগুন জ্বলল—,
কর্তৃপক্ষ—এসব আগুন নেভাতে দমকল পাঠান না।

ছবি

ছবিরা কিছুতেই কথা বলেনা—
ছবির চরিত্রেরা বেরিয়ে আসেনা।
    যতদিন জেগে থাকি—
    ভিতরে ভিতরে বিচিত্র ছবি ;
খোলা মাঠ থেকে তুলে আনব ধান,
সূর্যের শরীর বেয়ে নামছে আলোর ঝর্ণা পৃথিবীতে,
আমার ঈপ্সিত হৃদয় রাত্রি অতিক্রম করে দেখছে ভোরের মুখ,
হাঁটতে হাঁটতে শিশুরা খুঁজে পেয়েছে আগামী জীবনের মানে,
কবিরা ভাবালু অন্যমনস্কতার রোগে কাতর নন,
শ্রাবণের বর্ষণমুখর রাত্রে প্রত্যেক প্রেমিক তার প্রিয়ার পাশে
খুব নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকে।

ছবিগুলো দামী কিন্তু সুরক্ষিত নয়
উই ধরে যায়,
তারপর ভেঙ্গে-চুরে টুকরো হতে হতে নষ্ট হয়।
ছবি থাকে না, তবু ছবির মায়া মনের গভীরে···

সুখ

প্রথমে আমি বেশ দুঃখে ছিলাম
আমার দুঃখের প্রগাঢ়তা নিয়ে লিখেছি কবিতা
তারপরে বুঝলাম,
    আমি দুঃখে কিংবা বেদনায় নেই,
আমার যন্ত্রণাই আমার সচেতন সত্তা
আমি প্রখর সূর্যের তাপদগ্ধ আলোয় আছি।

একজন বললেন—

তোমাকে আর একখানা ঘরে থাকতে হবে না

ট্রামবাসে চড়তে হবে না

বিড়াল না পুষে কুকুর পুষবে

আমি সাময়িক সুখ ভালোবাসি

রাজী হলাম সুখে এবং আনন্দে

অমিতব্যয়িতাকেই স্বভাব করতে।

তারপর গেলাম—দাঁড়ালাম ছ' ইঞ্চি পুরু কার্পেটে,

খাবার টেবিলে মুড়ির বদলে এল স্যাণ্ডউইচ—

এবং লেখবার জন্য মেহগনি কাঠের টেবিল,

আমার দু কামরার সুখনীড়টাকে

চালান করে দিলাম স্মৃতির অতলে।

বিস্মৃত হলাম দুঃখ বেদনা ও বোধ

দামী প্যাড আর বিদেশী কলমে ঘষাঘষি করে সুখের হিসাব করলাম

কোনওদিন এমন কিছু আর লিখলাম না

যাকে শুদ্ধ কবিতা বলা চলে।

আমি যে এখন পথ চলতে হোঁচট খাইনা,

মুড়ি চিবিয়ে চোয়াল ব্যথা করে না,

বঞ্চিত মানুষেরা আমার চারপাশে থাকে না,

কোনও সংঘাত নেই, কোনও দ্বন্দ্ব নেই

আমার কবিতার জন্য কেউ নেই

এমনকি আমিও।

এখন

এখন আকাশ মানে শুধুই আকাশ
এখন নদী মানে শুধুই নদী
এখন পাহাড় শুধুই পাহাড়ই
আস্তে আস্তে তোমার ছেড়ে চলে যাওয়া
আর তারপর শীতার্ত বিকেলের হিমেল হাওয়া…
সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে
এখন আকাশ মানে শুধুই আকাশ
নদী হয়তো নিছক নদী…

একটা তাজা ঘোড়া কিনতে চেয়েছিলাম
টগ্‌বগে…দৌড়তে পারে, ছুটতে ছোটাতেও
একটা নির্বিঘ্ন সকাল চেয়েছিলাম
লাল সূর্য !…না থাক ও সব কথা
আসলে একটা সকালই চেয়েছিলাম
নেহাতই একটা কাকডাকা রাতভোর ॥

ভেবেছিলাম চোখ মেলতেই দেখব
খবরের কাগজের হেডলাইনের মতো চক্‌চকে তোমার মুখ
সে মুখ সব সত্যি কথা বলবে না হয়তো
তবু একটা মুখ খুব দরকারী ছিল।
এখন সে মুখ, স্বপ্ন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে
এখন পাহাড় শুধু পাহাড়ই দারুণ স্থবির
নদী শুধু জল আর জল…নিদেনপক্ষে বানভাসি…তাও নেই…
আকাশ মানে শূন্যতা
আর কবিতা… !
সে তো শুধু ব্যক্তিগত কথা
আর সত্যকে লুকোনো ॥

ভ্রান্তপ্রয়োগ

ভুল হয়ে গেছে শব্দটা ব্যবহারে
শব্দের ব্যবহারে ভুলের মাশুল গুনেছি কতবার
নিজেই জানিনা।
'জীবনকে চেখে দ্যাখা', কথাটা
শুনেই চমকে উঠেছ তুমি—
সাদা কাগজের মত মুখে,
অজানা ভীতির শিহর লুকিয়েছ।
শব্দের ব্যবহার তুমিও কি জানো? নিরঞ্জন,
একদিন বলেছিলে সমুদ্র ফিরিয়ে দেয় সব
সমুদ্রে যেওনা তুমি।
সমুদ্রের স্বাদ পেয়েছ কখনও
বালির চরার নীচে,
দেখোনিতো কখনও,
নোনাজল সেখানেও জমে।
ফিরিয়ে কি দেয় সব সমুদ্র?
কেউ কি সবকিছু ফেরাতে পারে?
সমুদ্রের ঋণ জমেনা যাদের পাহাড়ের মত
তারাই পাহাড়ে যায়,
পাহাড়ে গিয়েই তারা সবচেয়ে
প্রবঞ্চক হয় সমুদ্রের কাছে,
অকারণে কোলাহল করে,
চায়ের চুমুকে চেখে দ্যাখে শহুরে লিকারের ঘ্রাণ,
সিগারেটে সিগারেটে ধোঁয়াশা তৈরী ক'রে;
পাহাড়ের বুকে মাথারাখা তন্বী-কুয়াশাকে ধর্ষণ করে।
জীবনকে চেখে দ্যাখা এর চেয়ে অপরাধ নয়।
সমতলে নেমে এসো নিরঞ্জন—
সমুদ্রে যে যেতে হবে তার মানে নেই
তোমার মুখেই যে কতবার শুনেছি যে আসে

ব্যতিক্রম যারা হয় পৃথিবীতে—
তাদেও জগতে আছে অভিশপ্ত সীমা
ব্যতিক্রম শব্দটা ব্যবহারে হয়েছিল ভুল নিরঞ্জন—
ভালোবেসে বারবার যারা নিভৃত অরণ্যের বুকে
পুঁতে দিয়ে আসে নিজস্ব পছন্দের চারাগাছ—
তাদের চিনতে হ'লে—
যেওনা পাহাড়ে—
সমুদ্রকে দোষারোপ কোরোনা কখনও—
মানুষতো বুকের ভেতর সমুদ্রের কাছে
আজীবন ঋণী—
জীবনকে চেখে ছ্যাখা শব্দটা পছন্দ হয়নি তোমার
সমুদ্রের স্বাদ পাওনি কখনও তাই,
কিম্বা চোখের জলের স্বাদ কখনও পাওনি ঠোঁটে—
জীবনকে চেখে ছ্যাখা মানে
নিজেকে নিজের কাছে নগ্ন ক'রে তোলা—
আয়নার মত—
মিথ্যা বলা যার স্বভাবেই নেই।
ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করেছ কখনও—?
জীবনকে চেখে ছ্যাখা মানে
ভালোবেসে সমুদ্রের কাছে নিজেকেই ঋণী করে রাখা
জীবনকে চেখে ছ্যাখ্যা মানে—
পায়ের তলায় ভালোবেসে কাঁটাগাছ পুঁতে রাখা।

স্বপন হালদার

ভালবাসার গল্প

আমার কবিতা—কবিতাতো নয়,
যেন গল্পের মত এক জীবন।
রাজা রাণীর আত্মকথা
আমার লেখায় নেই।

আমার কবিতায় আছে শুধু
ভালবাসার এক গল্প।
একথা সমুদ্রের মত গভীর—
ভালবাসার অভাব এখন পৃথিবীতে।

আমি তাই ভালবাসা চাই
তোমরা আমায় ভালবাসা দিও,
বিনিময়ে আমি দেবো
জীবনের শ্রেষ্ঠ কাব্য॥

আমার ভালবাসা মিথ্যা নয়

এমন কোনো মহামানব
এখনো চোখে পড়লো না
যাকে দেখে বলতে পারি,

হে মহান ব্যক্তিত্বময় মানুষ
আমি আপনার কথা মতই চলবো।
তিনি ঈশ্বর নাও হতে পারেন,
কিন্তু তিনি হবেন
সাচ্চা মানুষের মতই একজন।

এমন কাউকে এখনো পাওয়া গেলো না
যার স্নেহশীলা নমনীয়তা দেখে
সততার সাথে বলা যাবে,
হ্যাঁ সত্যিই আমি
সারা জীবন তোমার পাশে থাকবো।

অথচ বিশ্বাস করুন
আমার ভালবাসা মিথ্যা নয়,
কারণ—এই দুঃখী পৃথিবীটার জন্য
আমি সত্যি কিছু করতে চাই॥

স্নেহময়ী জননী

আমার স্নেহময়ী জননী
স্মৃতির আবর্জনায়
এখনো হারিয়ে যাওনি তুমি।

কালের বিবর্তনে
মহৎ শিল্পীর আঁকা
বিস্ময় ছবির মত
শুধু বদলে যাও।

মানব সভ্যতার বিজয় রথ
রক্তঝরা পথ বেয়ে এগিয়ে যায়—
আর তুমি, হে আমার জননী জন্মভূমি
ইতিহাসের এই রায় মেনে নিয়ে তুমি,
অপার সৌন্দর্য্যে ভরিয়ে দাও
শ্যামল শস্য ভূমি॥

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে যাই
কার সাথে কার যুদ্ধ ?
নিজের সাথে নিজের,
না রাজার সাথে প্রজার।

জানিনা এই যুদ্ধ কবে
কোথায় শুরু হবে
অথচ দিনে দিনে, মাসে মাসে
যুদ্ধের আয়োজন করি প্রত্যহ।

এইভাবে যুদ্ধের আগে
সশস্ত্র করি নিজের মস্তিষ্ক ॥

বিষণ্ণ হৃদয়

আজকাল তোমায়
কেমন যেন বিষণ্ণ দেখায়।
তুমি যখন নীরবে
জীবনের ভাঙা গড়া পথে
মাথা উঁচু করে হেঁটে যাও,

গোধূলীর ম্লান ছায়ায়
তোমার হাসিমাখা মুখে
ক্লান্তির ছাপ ধরা পড়ে।

দিনের শেষে
হেমন্তের ঝলমলে নরম রোদ
তোমাকে একা ছেড়ে বিদায় নেবে বলে
তুমি ব্যাকুল হও।

জয়দ্রথ রায়

চোদ্দ নদীর বাঁকে

পথের দুধারে মৃত্যুর সংবাদ
ভীড় ঠেলে ঠেলে তুমি হাঁটো আমি হাঁটি
প্রাচীন মাঠের ওপারে অনাদি চাঁদ
কান্নায় দোলে বাতাস দুলছে মাটি।
আকাশ এখন মৃত্যুর মত চুপ
দিগন্তে একা থমকে রয়েছে নদী
বালকের চোখে বৃষ্টির টাপটুপ
বেজে চলে নিরবধি।
হাওড়ার ব্রীজ পেরুল চারটে চাকা
ফুটপাথে পদাতিক
ক্ষেতের সবুজ অবসাদে স্নায়ু আঁকা
নিরস্ত্র সৈনিক
কখনও কখনও পেশীর ভেতর দোলা
পেশী ও ঘাসের অন্তরঙ্গতায়
সারাদিন মান্ মেঘের দরজা খোলা
হাওয়া কার খোঁজে দোলা দিয়ে চলে যায়
ভাঁটা নেমে এলে গঙ্গায় এক মাঝি
স্রোত ঠেলে ঠেলে ভোরের আজান গায়।
মড়ক নামলে মৃত্যুর কাছাকাছি
জীবন সীমানা চায়।
সে এক লোকের সাথে দেখা হয়েছিল
আমাকে সে বলে সময় বদলে যাবে
সে এক যুবক কঠিন শপথ নিল
স্বপ্নের কাছে পৃথিবীকে বদলাবে।

গঙ্গার পারে প্রেমিক হৃদয় আজো
প্রেমিকাকে বলে এমনটি থাকবেনা
সময় এমন জীবনের বাঁকে বাঁকে
মৃত্যুর মত সুর করে ডাকবে না।
শীতের থাবায় আগুন জ্বালিয়ে কারা
বলেছিল সব বসন্ত হয়ে যাবে
ডিসেম্বরের সঙ্গীবিহীন তারা
জীবনের নীল বাঁচার আকাশ পাবে।
তুমি গেয়েছিলে ফসল তোলার গান
আমাকে ছুঁয়েছে সুর
ইচ্ছের নদী ইচ্ছায় উদ্দাম
বসন্ত কতদূর।
হাওড়ার ব্রীজ পেরুল চারটে চাকা
পথ ছুঁয়ে আছে গান
ক্ষেতের ওপর রোদের নক্সা আঁকা
মেঘের ঘোড়ার পিঠে চেপে অভিযান।
আশি বছরের থুর থুরে বুড়ি আজও
উনুন জ্বালিয়ে দারিদ্রে বেঁচে থাকে
আশি বছরের উদ্যম ছুঁয়ে আজও
আরেকটা দিন চোদ্দ নদীর বাঁকে।
যে হৃত ভাগিনী সন্তান হারিয়েছে
আঁধারের উপকূলে সে এখনও বাঁচে
সে হৃদয় তার সঙ্গীকে হারিয়েছে
পৃথিবীর গাঢ় দুঃখেও সে যে আছে।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে গৃহস্থ এক গৃহিনীকে বলেছিল
এমনটি থাকবেনা
সে এক যুবক কঠিন শপথ নিল
পৃথিবীর কোনও শেকলকে মানবে না।
তুমি বলেছিলে সময় বদলে যাবে
আলাতচক্র ক্রমশঃ দিগন্তর

তুমি বলেছিলে পাখীরা আকাশ পাবে
সমুদ্র ছুঁয়ে জেগে থাকে বালুচর।
সমুদ্র ছুঁয়ে জেগে থাকে কত গান
মরুভূমি ছুঁয়ে নদীরাও বেঁচে আছে
ব্যথার গভীরে গাঢ় এক সংগ্রাম
আরেকটা দিন অপেক্ষা করে আছে।

পথের দুধারে মৃত্যুর সংবাদ
ভীড় ঠেলে ঠেলে তুমি হাঁটো আমি হাঁটি
মাইল মাইল মুষ্টিবদ্ধ হাত
আকাশের তলে মাইল মাইল মাটি।

বিক্ষত

নিজেকে আমি বারবার মেলে দিতে চাই
ভয় থেকে বিশ্বাসের আকুল অপরিমেয়তায়

এখন হাওয়ায় সংশয় দীর্ঘতর হচ্ছে

এখন হাওয়া তিরতির করে কাঁপছে প্রত্যেকটা দরজায়।
পায়ের গভীর গোপন অতলে শব্দ হচ্ছে
মাটি সরে যাবার।
দরজা জানালা পরিচিত জ্যামিতির ওপর দিয়ে
হাওয়া সরে যাচ্ছে।

অন্ধকার গাঢ়।

বাতাসে কোকাকোলার বুদবুদ। বাতাসের ভেতর বুদবুদগুলো
ভেসে বেড়ায়। গ্যাস বেলুনের পেটের মধ্যে করে মহাশূণ্যে
চালান হয়ে যায় রঙ ও শৈশব।
উদভ্রান্ত অ্যালুমিনিয়ামের থালা এগিয়ে আসে বুকের কাছে
অস্থির রাস্তায় ধূসর নৈরাজ্যে একটা সর্পিল রাস্তা।

প্রত্যেকটা বারান্দা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে
প্রত্যেকটা দরজা অস্থির কাঁপে
এলোমেলো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে একজন।
কলতলে হুমড়ি খাওয়া ভীড়।

আমি যেতে পারিনা কিছুতেই।

বিজ্ঞাপনের মডেলরা জীবন্ত হয়ে নেমে আসে শহরে।
কোথায় যাব আমি! কোনদিকে?
সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠতে থাকে, তার পায়ের শব্দ
হাওয়ায় বারবার পায়ের শব্দ
মিছিলের ধ্বনি অবিশ্বাসী, মিছিলের ধ্বনি পুনরাবৃত্তির মত
শীতল, কোথায় যাব আমি
টেবিলগুলো চেয়ারগুলো সারসার সাজানো
নিপুণ কারুকার্য্যখচিত এই শহরের ভাস্কর্য্য এড়িয়ে
কোথায় যাব আমি

আমি কি বদলে দিতে পারি?
আমি কি অক্ষম, অথর্ব
কেন আমি বিদ্রোহ করিনা
কেন আমি নির্বিরোধে হেঁটে যাই
কেন আমি পরিচিত টেবিলের সামনে গিয়ে বসি
বারবার?

অলীক শক্তিময় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী একটা চোখ
আমাকে লক্ষ্য করে, আমি সার্কাসের জোকারের মত
সরু দড়ি বেয়ে হেঁটে যাই। আমি রাস্তায় যাই।
ঘরে যাই। ঘরের বাইরে যাই

আমি কি নিরাময়ের পুতুল কেবল?

সকাল বিকেল দুপুর সেকেণ্ড সারসার
দাঁড়ানো প্রহরী। ইতিহাস তৈরী হয়। ইতিহাসের
কেন্দ্রস্থলে সকাল বিকেল দুপুর সময় সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব।
এইসবের আরও বিপুল গভীর কেন্দ্রে কার চোখ
প্রতাপশালী, দোর্দণ্ড।
আমি দেখে যাই
কিছুই বদলানো যায়না। কিচ্ছু না।
একটি দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন,
কিচ্ছু নয়।

স্থির চিত্র সচল করে নেমে আসে
বিজ্ঞাপনের মডেলরা।

রঙের গল্প বলো
কোকাকোলার গল্প বলো
লিপস্টিকের গল্প বলো

আমি শান্ত বিকেলে সরু রাস্তার মধ্যে হেঁটে যেতে যেতে
বিষাক্ত ধোঁয়ায় নির্জন কালো মানুষ দেখেছি
আরও দূরে সম্মোহিত সেতুর ওপর চাঁদ ওঠে
আত্মার কেন্দ্রে কার চোখ অপলক। গভীর। প্রশান্ত।
আমাকে বারবার ঠেলে দেয়
যেখানে স্বপ্নগুলো যূথচারী অন্ধকার থেকে
হেঁটে যায় নক্ষত্রের দিকে। অথচ
দোর্দণ্ড প্রতাপশালী একটা চোখ আমার দিকে তাকায়
সেতুর ওপরে চাঁদ ওঠে নির্জন
সেতুর ওপর দীর্ঘ বনান্তের ছায়া
কোথায় যাব আমি ? কোনদিকে ?

আমি যদি ঝড়ের মত আদিম হতে পারতাম

কি হতে চাওয়ার আকাংখায় মাটির অন্ধকার থেকে
মাথা তুলে দাঁড়ায় উদ্ভিদ

মাতাল বেহালার সুরে নক্ষত্র, চাঁদ, আকাশ
কখনও কান পাতলে শোনা যায়
কখনও শোনা যায় না

সমস্ত স্বপ্নের আকাংখার কেন্দ্রে
সচল হয়ে ওঠে বিজ্ঞাপনের মডেলরা

রঙের গল্প বলো
কোকাকোলার গল্প বলো
লিপস্টিকের গল্প বলো

আমি সূক্ষ্ম দঁড়ির ওপর গিয়ে দাঁড়াই।
দেবদারুর সবুজ রহস্য বার বার অন্য এক সত্যের নিবিড়তায়
নিয়ে চলে আমাকে
একটা চোখ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে
দুর্দান্ত। প্রতাপশালী।
অন্য এক চোখ আমার আত্মার দিকে তাকিয়ে থাকে
স্থির। অপলক।
আমি নক্ষত্রেব কাছে যাই। নক্ষত্রের কাছে যাইনা
আমি পাহাড়ে যাই। পাহাড়ে যাইনা
পাহাড়ের বিপুল স্তোত্রে মেলে দেব নিজেকে এই ভেবে
আমি বারবার ফিরে এসেছি রাস্তায়
বার বার বদলে গেছি বারবার
বারবার সমুদ্রের রহস্যে নিজেকে চিনতে গিয়ে ফিরে এসেছি
বারবার।

কোথায় যাব আমি। কোনদিকে
কিছুতেই যেতে পারিনা কিছুতেই নয়
ধূসর সমুদ্র উঠে আসে রাস্তার দিকে। গলির বাঁকে
আমি ডুবে যাই। লড়তে লড়তে বুঝতে বুঝতে ডুবে যাই

দুটো দৃষ্টির অগাধ বৈপরীত্যে
আমি আগুনের দিকে
আমি পাতালের দিকে।

চৌরাস্তার মোড়

ছেলেটা বলল যাবে
মেয়েটা বলল কোথায়।
ছেলেটা বলল মেলাতে। শুনেছি নাকি অনেক ভালো বই
এসেছে এবারে।
মেয়েটা বলল ভীড় আমার একদম ভালো লাগেনা

চৌরাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল ওরা দুজনে।
সচল অটোমেটিক সিগন্যাল লাল থেকে হলুদ, হলুদ থেকে সবুজ।
সিগন্যালের নির্দেশ পেয়ে সচল হয়ে পড়ছে সহর
গাড়ীগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা জেব্রা
প্রত্যেকটা মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে প্রত্যেকটা অবস্থান
বাসের পাদানীতে ঝুলন্ত মানুষের সাথে
একটু একটু করে ঘুরতে থাকে সেকেণ্ডের কাঁটা।
মেয়েটা বলল কোথায় যাবে ?
ছেলেটা বলল তুমি বল ?

ওরা হাঁটতে থাকলে ওদের জড়িয়ে ধরতে থাকে শহর
রাস্তা দোকান মানুষ

চৌরাস্তার মোড়ে চারটে রাস্তা
কী শান্ত সরল মোহময় এইসব বন্দীত্ব
যে কোনও দিকেই চলে যাওয়া যায়।
যে কোনও দিক থেকে যে কোনও দিকেই চলে যাওয়া যায় !
স্থির রাস্তা ধরে হেঁটে গেলে আলো। অন্ধকার।
সচল হয়ে যায় সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত।
সারিবদ্ধ ভিখিরীরা সঠিক দূরত্বে পেতে রাখে
অ্যালুমিনিয়ামের মালা।
আর মেলার সাজান মঞ্চ থেকে মাইকে অনুরনিত
অনবদ্য কণ্ঠস্বর—

মানুষের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে চাহিদা
মন্দা ঠেকানোর জন্য নতুন নতুন চাহিদার ওপর
নির্ভর করতে হবে।

চাহিদা কি ?

সমস্ত অপ্রাপনীয়তার কেন্দ্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে
মোহময় আলো ও অ্যালকোহল।
প্রত্যেকটা কান্নার কেন্দ্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে
উত্তেজক নগ্নতা
প্রত্যেকটা অবিশ্বাসী কেন্দ্রে
প্রতিরোধ ও চাবুক।

এইভাবেই শহরের ভেতর দিয়ে অন্য শহর
প্রত্যেকটা রাস্তার মোড়েই মানুষের শরীর থেকে
প্রবাসী হয়ে যাওয়া স্নায়ুতন্ত্রের জটিল
সংগঠন, প্রত্যেকটা সুদৃশ্য বিনিময়যোগ্যতার
মধ্যে জেগে উঠতে থাকে আমাজন নদীর পার ঘেঁষে
অন্য এক শ্রম সঙ্গীত।

সমুদ্রের স্রোতের অন্তরঙ্গতায় সেই সুরে
দুলতে থাকে সমস্ত শহর।
লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে এক দীর্ঘ মানুষের পায়ের শব্দ
অতিক্রম করতে থাকে কান্নার প্রান্তর।
ছেলেটা ও মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে অন্ধকার।

ছেলেটা বলে যখন ক্লান্তি আসে
মেয়েটা বলে কোথাও যাওয়ার নেই
স্তব্ধতা। স্তব্ধতা। স্তব্ধতা।

সমস্ত ভগ্নস্তূপ জুড়ে একজন দীর্ঘ মানুষের পদশব্দ
তাছাড়া ভেসে আসতে থাকে দুটো কণ্ঠস্বর

কষ্ট হচ্ছে

আমারও হচ্ছে।

মনে হচ্ছে দমবন্ধ হয়ে বোধহয় অনেকক্ষণ মারা গেছি

যেন আমরা মৃত

মৃত

হিম।

হিম।

তবু কেন কষ্ট হয়।

কেন?

শুনতে পাচ্ছ

কি

পায়ের শব্দ

তারপর

জানিনা।

তারপর

অন্ধকার

তারপর

মৃত্যু

তারপর

স্বপ্ন

তারপর

তারপর

তোমাকে জাগিয়ে রাখে

তোমাকে জাগিয়ে তোলে রাতের বাতাস
জানালায় জেগে থাকে সে কে ? কার মুখ
সে কি তুমি ? তুমি নও । রাতের কৌতুক
তোমার ছায়ার সঙ্গে, গভীর নিঃশ্বাস
তোমার চুলের নীচে খেলা ক'রে চ'লে
যায়, কার সাথে কথা ছিল প্রতীক্ষার
জ্যোৎস্নায় কার মুখ খুঁজেছে তোমার
চোখ, যেসব স্বপ্নের মধ্যে কথা ব'লে
নির্বাসিত প্রতীকের মত হেঁটে গেছ
সন্ধ্যায় ঝর্ণার মত আলো নেমে এলে
দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে কাকে পেলে
তুমি ? যা যা পেলে শুধু তাই কি চেয়েছ
যা পেয়েছ তা কি ? কিসের আশ্বাস
তোমাকে জাগিয়ে রাখে রাতের বাতাস ।

অপু চট্টোপাধ্যায়

ক্রুয়েনের মতো

আমি হতে পারি বা না পারি
ভ্যান্ত্রোয়ী
তোমাকে হতেই হবে কুয়েনের মতো ।
শিশিরে ভেজানো পাতা
ফুলের কুঁড়িরা
আমার দেখতে ভালো লাগে
জ্যোৎস্নায় ভেজা রাস্তাটা
হঠাৎ মাঝরাতে উঠে
আমার দেখতে ভয় করে ।

আমি হই বা না হই
ভ্যান্ত্রোয়ী
তোমাকে হতেই হবে কুয়েনের মতো ।
রক্তের আরো কাছাকাছি
মাটির আঁচড় কাটা বুকে
মৃত্যু ও শপথের মাঝে
ভালোবাসা নদী হয়ে থাকে ।

এই মাটি ঘামে অশ্রুতে
সেই সব ঝোড়ো সংলাপে
ধূলার প্রাসাদ গুঁড়ো করে
সংগ্রাম ও সাথীদের নিয়ে
ব্যথা আর বিজয়ের গানে
দুর্জয় প্রতিজ্ঞা বাসর
বেজে ওঠে মঙ্গল শাঁখে ।

তুমি হয়ে ওঠো ঠিক কুয়েনের মতো
তোমাকে হতেই হবে কুয়েনের মতো।
কেউ চলে গেছে দূর অজানায়
অজানায় দূরে।

চলে গেছে, কারণ যাই হোক
আমি সেই কারণকে ঘৃণা করি।
ছিদ্র ভরাট করার কাজ যদি দাও
একটা ভরবার অবকাশে, পাশেরটা দিয়ে
ঢুকবে না কেনো জল ?
যদি বলো তাও করে, ভরাট ছিদ্রের
মাঝে
বসে থেকে, আমি ডুবে যাবো কোথায়
অতল
ভালোবাসা বুকে নিয়ে বসে আছি
পাতা ঝরে শীতকাল আসে
প্রত্যহ নগণ্য দিন ভাঙবেই স্থায়ী চিত্রকে

এলোমেলো হাঁটা কোনো পথে
বলেছিলো কেউ ভালোবাসি,
তার ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে
বলেছি, ভালোবাসো, বলো ঠিক
কুয়েনের মতো ?
আমি হতে পারি বা না পারি
ভ্যান্‌ত্রোয়ী
তোমাকে হতেই হবে কুয়েনের মতো।

বৃষ্টিতে ঢেকে গেছে দূর দিগন্ত
জলের আঁচল ঢাকা শহরে
বিদেশী পাখীরা আনে কুয়েনের খবর

সীমানা পেরোবো বলে কতোবার
আমি ডাক দিয়ে গেছি,
কুয়েন, কুয়েন।
যেখানে মানবতা গড়ে ওঠে সংগ্রামে
বিদ্রোহে বিপ্লবে
সেখানে মৃত্যুঞ্জয়ী ভ্যান্‌ত্রোয়ী
আর থাকে কোনো নারী কুয়েনের
মতো।
আমি হতে পারি বা না পারি
ভ্যান্‌ত্রোয়ী
তোমাকে হতেই হবে কুয়েনের মতো

জেগে ওঠো প্রস্তুত হও

পরিতোষ, এই আমাদের জন্মভূমি
একদিন লড়াই করে মুক্ত করার শপথ ছিলো
তোর আর আমার, আরো অনেকের সাথে
অনেকেরই মতো তোর, আর আমার।
ছিলো শপথ ছিলো অঙ্গীকার।
সে শপথে ছিলো অগ্নিমন্ত্র
ছিলো জয়গান ছিলো ভালোবাসা
ছিলো এক নূতনতর জীবনবোধ।
এই বোধ যা রক্তে রক্তে কাজ করে
চেতনার থেকে চেতনায় বয়ে আসে চিরন্তন;
নিশ্ছিদ্র আঁধার পথে জোনাকির আলো
হঠাৎ কখন হয়ে ওঠে নতুন দিনের গানে উন্মুখর।
এই অঙ্গীকার যা নবজাতককে হাসতে শেখায়
লড়তে শেখায় বেঁচে থাকার জন্য
ফুটে উঠতে শেখায় ফুলের মতো

বলতে শেখায়, এই আমার জন্মভূমি
এর মাটি থেকে ধ্বংস আকাশে শকুনি
বাতাসে ভেসে আসা আর্তনাদ
আমি মুছে দেবো আমার শেষ শক্তি দিয়ে।
এই অঙ্গীকার যা অস্তিত্বকে আরো
গাঢ়তর সংজ্ঞায় স্বার্থক করে তোলে
মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
বেঁচে থাকাকে আরো জীবন্ত করে তোলে ;
ভালোবাসাকে সঙ্গীতের মতো প্রাণবন্ত
হঠকারিতাকে মহাসাগরের অশান্ত ঢেউয়ে চুরমার।
এই অঙ্গীকার যা হারানো পথ খুঁজে দেয়
খুঁজে দেয় নতুন সুর রাখালের বাঁশিতে, বাউলের একতারায়
দূরন্ত নদীর গতি পথে দাঁড়িয়ে বলতে শেখায়
এই পথে নয়, পাহাড় কেটে ঝর্ণা বানিয়ে দাও
এই পথে নয় যে গ্রামগুলো পুড়ে গেছে খরায়
যাও বয়ে যাও তাদের পাশ দিয়ে।

পরিতোষ মনে আছে
শহীদ নগর কলোনীর ভিতর দিয়ে
এক শীত রাতে ছুটছি আমরা
পিছনে তাড়া করে আসছে ভ্যানের হেডলাইট
ভেসে আসছে তাদের গলার স্বর,
ওরা বলতো 'মাও সেতুঙের বাচ্চারা
মর শালারা মর।'
আমাদের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠতো
কেনই বা চটে যেতাম তখন অতো
ওরাই প্রথম যুগে বলতো আমাদের
'বলশেভিকদের চর
মর শালারা মর।'

পরিতোষ, মেঘনাকে তুই বিয়ে করবি বলেছিলি
তুই জানিস, মেঘনা একটা নদীর নাম
সে নদীর পাড় ভাঙে
সে নদীর জলে পরিষ্কার আকাশের ছায়া পড়ে
ফুটে ওঠে তারা
একেকটা তারা একেক রকম
কোনোটা শপথের, কোনোটা প্রতিজ্ঞার, কোনোটা ভালোবাসার।'

আধ গলা জলে ডুবে আছি আমরা
তখন এই লড়াইয়ের শেষ দিক
জয় অথবা পরাজয় দুই পাড়ের মতো সমান দূর।
পাড়ের দুধারে জ্বলন্ত টর্চ খুঁজে বেড়াচ্ছে
দুটো পলাতক মুখ ; খুঁজে বেড়াচ্ছে আলো
খুঁজে পাচ্ছে আঁধার।
কানের কাছে শন্ শন্ করছে মশা
আর বিদ্রুপের বিষাক্ত মাকড়সা
দ্বিধায় দীর্ণ করে
কুরে কুরে খাচ্ছে
কুরে কুরে খাচ্ছে আহত চেতনা—
'যাদের নিয়ে লড়াই তারা
দূরেই পড়ে থাকছে থাকবে
মৃত পুলিশের নির্দোষী বউ কাঁদছে কাঁদবে
তবু গ্রামে মাও শহরে চে চলছে চলবে।'
তোর ভঙ্গি ছিল দৃপ্ত, বিশ্বাস করিনা
বার বার বলেও
প্রিয়জন কাউকে তুই বলেছিলি
'ফিরে আসবো বিশ্বাস কর—বিদ্যা বলছি।'
পরিতোষ, বিদ্যাধরী একটা নদীর নাম
সে নদীর পাড়, ভাঙে সে নদীর জলে
পরিষ্কার আকাশের ছায়া পড়ে ফুটে ওঠে তারা
কোনোটা খাদ্যের কোনোটা আশ্রয়ের কোনোটা গরম জামার প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

পরিতোষ, আমার চোখে এখন চশমা পুরু লেন্স
ঘাড়ে জমা হয়েছে বেশ ভালো পরিমাণ মাংস
এই শহরের বুদ্ধিজীবিদের পাঁচজন
মাঝে মাঝে ভেবে ভালোই লাগে, আমিও তাদের একজন।
মৃত্যুকে তুই বেঁচে থাকার আরেক দিক ধরেছিলি
আমার ভিতরে ছিল দ্বিধা
ইতিহাস তাই তোকে নিয়ে আজ
দেওয়ালের বুকে জীবন্ত দলিলে
এই শরতের রোদে উজ্জ্বল।

পরিতোষ স্বপ্নে আমি নিজের দেশ ছাড়া
আর সবকিছুকে দেখতে পাই, কতো ভালোভাবে।
স্বপ্নে আমি কতোদিন
চলে গেছি প্যালেস্তাইন
কক্স বাজারের বিপ্লবীদের সাথে লড়েছি
কাঁধে দিয়ে কাঁধ।
প্রবল হাওয়ার রাত বুড়িগঙ্গার জল
ফুলে ফেঁপে উঠেছে, ঝড় উঠেছে প্রবল আলোড়নে
ঝাপসা দিক্‌বিদিক, নদীর উত্তাল জলে
আমার দাঁত চেপে আছে ভেলার কাঠ
আঙুলের ডগা রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে
চেপে ধরে আছে খড়কুটো, কুটো খড়।
শুধু জেগে উঠলেই আমি কেমন একা হয়ে যাই
তাই আমি খুব বেশী জেগে থাকতে চাইনা আর।

পরিতোষের গলায় বাঁশ পেঁচিয়ে
মেরে ফেলা হয়েছিল।
মারা যাবার আগে সে ককিয়েছিলো মা বলে
হতেও পারে সে বলতে চেয়েছিলো
মাও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুক।

পরিতোষ, গঙ্গাকে এদেশের লোক মা বলে
গঙ্গা একটা নদীর নাম
সে নদীর দুপাড়ে জনপদ
দিনে দিনে রক্তের সুদে
সেখানে শোষিত মানুষ শোধ করে জীবনের আসল
তারা বেঁচে থাকে সংগ্রামে
তারা ফুটে ওঠে সংগ্রামে।
এই নদীর ভিতরে জন্ম নেয় আরেক নদী
তার নাম প্রতিবাদ
উপকূল দিয়ে বয়ে যায় ভোরবেলার আজান
তাতে থাকে অলঙ্ঘ্য আহ্বান ;
শেষ রাতে নদীর জলে ফুটে থাকে তারাদের ছায়া
সপ্তর্ষি মণ্ডল ভেঙে কারা যেনো লিখে রেখে যায়
জেগে ওঠো প্রস্তুত হও
পরিতোষ এই আমাদের জন্মভূমি
একদিন লড়াই করে মুক্ত করার কথা ছিলো
তোর আর আমার।

তোমরা তখন কুড়িয়েছিলে ফুল

তোমরা তখন কুড়িয়েছিলে ফুল
তোমরা তখন বাড়িয়ে চোরা হাত
তোমরা তখন নির্বোধ আশ্বাসে
পেরিয়েছিলে তেপান্তরের মাঠ।

আমাদের এই রুক্ষমাটির বুকে
আমাদের এই শীর্ণ পথের বাঁকে
আমাদের যতো পৃথক পথের রেখা
ডুবেছিলো সমুদ্র কল্লোলে।

আমরা তখন নির্মম বিশ্বাসে
আমরা তখন পাগলা হাওয়ার সাথে
আমরা তখন দুরন্ত সংকেতে
ডেকেছিলাম ঝড়ের সূচনাকে।

হঠাৎ যখন ছন্নছাড়া রাতের বাণী
হঠাৎ যখন মত্ত পাগল সাথী
হঠাৎ যখন ভয়বাধাহীন ঝড়ে
এসেছিলো ভীষণ দুঃসময়ে

তোমরা তখন কুড়িয়েছিলে ফুল
তোমরা তখন বাড়িয়ে চোরা হাত
তোমরা তখন অনন্ত আশ্বাসে
সমস্ত পথ হারিয়ে নিরুদ্দেশে
পেরিয়ে ছিলে তেপান্তরের মাঠ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	হয়েছে	হবে
দ্বিতীয়		প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫	প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬
১	১৯	আন্তরতির	আত্মরতি
১০	১০	পর্যস্ত	পর্যন্ত
১২	১৩	বায়	বয়ে
২০	১০	জরা	দূর
২১	৬	যায়গটাও	জায়গাটাও
২১	৬	চোনাঘুষো	কাণাঘুসো
২২	১৭	সঙ্কায	শঙ্কায়
২২	২২	তুলসি	তুলসী
২৪	১৮	ডিজে	ভিজে
২৪	২৩	খা খা	খাঁ খাঁ
৩৪	১২	অনস্ত	অনন্ত
৪৫	১৫	সারাদিন মান	সারাদিনমাস
৪৬	৩০	আলাতচক্র	অলাতচক্র
৪৭	২১	মহাশূণ্যে	মহাশূন্যে
৪৭	২৪	ধুসর	ধূসর
৪৮	১৩	কারুকার্য্যখচিত	কারুকার্যখচিত
৪৮	১৩	ভাস্বয্য	ভাস্কর্য
৪৮	২৫	নিরাময়ের	নিয়ামকের
৫১	২০	মে	যে
৫৩	২৬	পযাস্ত	পর্যন্ত
৬২	৫	দিক ধরেছিলি	দিকবলে ধরেছিলি
৬৪	১৩	নথন ছঞ্চা	যখন ঝঞ্ঝা
৬৪	২০	হাবিয়ে	হারিয়ে